Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 331 - 339
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বিপ্লব : দ্বন্দ্ব ও বিভাজন : প্রসঙ্গ অনুশীলন সমিতি

কৌশিক নন্দী
Email ID: id-Kn4552@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
নরমপন্থী, চরমপন্থী, আত্মত্যাগ, সন্ত্রাসবাদ, বামপন্থী, সমাজবাদী, জাতীয়তাবাদ।

Abstract
উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির কাল থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের চিন্তা ধারার মধ্যে এক রাজনৈতিক সচেতনাপর্যায় শুরু হয়। জাতীয় কংগ্রেসের প্রাথমিক পর্যায়ে আন্দোলন শুধুমাত্র নিয়মমাফিক বক্তৃতা ও বার্ষিক সভা সমিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বহির্জগতে প্রধানত আয়ারল্যান্ডের সিনফিন আন্দোলন ও ইতালির ঐক্য আন্দোলনের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে বস্তুত কংগ্রেসের নরমপন্থী মতাদর্শের বিরুদ্ধে চরমপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব হয়। তাই পরবর্তীকালে গুপ্ত সমিতির সূচনার মাধ্যমে সশস্ত্র আন্দোলনের সূচনা হয়। এই গুপ্ত সমিতির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল অনুশীলন সমিতি। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বে শারীরিক মানসিক নৈতিক আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সমন্বিত আদর্শ ও মানব গঠনের যে নির্দেশ আছে তা অনুশীলন সমিতির কর্মধারার প্রধান ভিত্তি ছিল।

এই সমিতির সদস্যরা বাঙ্গালীদের আত্মিক, শারীরিক ও বুদ্ধিতে বলিষ্ঠ হওয়ার পরামর্শ দেন। তাঁদের চিন্তা-চেতনাকে কার্যকর করার জন্য প্রকৃত বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ শুরু হওয়ার বহুপূর্ব হতেই মানসিক যোগাভ্যাস ও শারীরিক ব্যায়ামের জন্য গ্রাম ও শহর এলাকায় অনুশীলন সমিতির নামে অসংখ্য যুব সংগঠন গঠিত হয়। যদিও শরীরচর্চা কেন্দ্রের আড়ালে এই সমিতি হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ বিরোধী সংগঠনমূলক আন্দোলনের অন্যতম কান্ডারী।

অবিভক্ত বাংলার বহু জেলার প্রান্তে প্রান্তে ১৯০২ থেকে ১৯৪৭ এই দলের অস্তিত্ব ছিল। বহু বিপ্লবী এই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে আত্মত্যাগ করেছেন। আবার পরবর্তীকালে নেতৃবৃন্দের মধ্যে আপাত বিরোধী এবং দ্বন্দ্বমূলক মনোভাবও দেখা দিয়েছে। যার ফলশ্রুতি পরবর্তীকালে এই দলের মধ্যে আদর্শগত বিভাজন- কেউ বামপন্থী, কেউবা সমাজবাদী বা কেউবা উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় বিভাজিত হয়েছেন।

Discussion

বিপ্লব নানা প্রকারের হয়। রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয়-সবই বিপ্লব। তাই ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে মহামান্য টমাস কারলাইল বলেছিলেন–

> "A revolution is an evolution with accelerated pace."[১]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ বিপ্লব দ্রুতগতিতে ক্রমশ বর্ধমান। অর্থাৎ এর অর্থ কোন কিছু পরিবর্তন করতে গেলে স্বাভাবিক উপায় পঞ্চাশ বছর লাগতো যা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে করতে গেলে পাঁচ বছরের মধ্যে সংশোধিত হবে। তাই বিভিন্ন দেশের সংগঠিত বিপ্লবকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করলে বিপ্লবের একটি শ্রেণীবিভাগ নির্ধারণ করা যায় – ১. বিপ্লবের প্রাগৈতিহাসিক যুগ অর্থাৎ বিপ্লবের পূর্বাভাস ২. বিপ্লবের রোমান্টিক যুগ অর্থাৎ গুপ্ত সমিতি ও সন্ত্রাসবাদ ৩. সশস্ত্র আন্দোলন অর্থাৎ mass terrorism। ভারতবর্ষের এই বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের আরেক রূপ হচ্ছে সশস্ত্র আন্দোলন এই সশস্ত্র আন্দোলনের পিছনে গুপ্ত সমিতির এক বড় ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে এ গুপ্ত সমিতির আবির্ভাবের সূত্রপাত কি? এই গুপ্ত সমিতি গুলোর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা কি? ও পরবর্তীকালে তারা কেনই বা বিভিন্ন দলে বা উপদলে বিভক্ত হয়ে গেল? এর পশ্চাৎপটে শুধুমাত্র কি ছিল বিরোধ বা দ্বন্দ্ব? কিংবা সংঘাত? না বিপ্লবীদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন?

বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত ও গুপ্ত সমিতির ভূমিকা : ভারতবর্ষের সশস্ত্র আন্দোলনের পুরোধা হলেন ঋষি অরবিন্দ। আয়ারল্যান্ডের সিনফিন আন্দোলন যার সমর্থনে অরবিন্দই প্রথম আওয়াজ তোলে - "we want absolute autonomy from British control."[২] চার্লস স্টুয়ার্ট পার্নেল প্রবর্তিত স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামদর্শক এ দেশের বহু চিন্তাবিদের বিপ্লবী চেতনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। জার্মানি ও ইতালির প্রভাব বিপ্লবীদের জাতীয় চেতনাকে অনুপ্রাণিত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে ।জাপানি চিন্তা নায়ক ওকাকুরা তার 'আইডিয়া অব দ্য ইস্ট 'গ্রন্থে সেকালের চিন্তাধারাকে বিশেষ প্রভাবিত করে। ইতালির ঐক্য আন্দোলনে মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডি র চিন্তাভাবনাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তৎকালীন যুব সম্প্রদায়। সুরেন্দ্রনাথ তার আত্মজীবনী 'A nation in making' গ্রন্থে মাৎসিনির চিন্তাভাবনাকে যে অনুপ্রাণিত করেছিল তা স্বীকার করেছিলেন। মাৎসিনির পবিত্র দেশপ্রেম ও আদর্শের উচ্চতা তাকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু তার বিপ্লবপাদ পদ্ধতির তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তাই তিনি ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতেন তার শুধু অসামান্য দেশপ্রেম এর অবদান। এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন-

> "ম্যাজিনার লেখা সে সময় আমার মনের উপর গভীর রেখা পাত করেছিল তার পবিত্র দেশ প্রেম তার আদর্শের উচ্চতা তার অন্তর নিঃসৃত মুখর ভাষার মাধ্যমে সর্বগ্রাসী বিশ্ব প্রেমের প্রকাশ আমার অন্তরে যেরূপ সাড়া দিয়েছিল তৎ পূর্বে আর কিছুই তেমন করেনি, কিন্তু ভারতীয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার বৈপ্লবিক শিক্ষাকে উপযুক্ত মনে করতাম না সেজন্য তা গ্রহণ করতাম না।"[৩]

সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার কিছু আগেই ১৮৭৫ সাল থেকে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তার নিজস্ব সম্পাদিত 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় মাৎসিনির জীবন কাহিনী লিখতে শুরু করেন। তার রচনা সংকলন 'জোসেফ মাৎসিনি ও নব ইতালি' গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় ১৮৮০ সালে। বিদ্যাভূষণ শুধুমাত্র মাৎসিনীর স্বদেশপ্রেম নিয়ে সীমাবদ্ধ ছিলেন না তিনি গ্যারিবল্ডির সঙ্গে তৎকালীন যুবক সম্প্রদায়ের পরিচয় করালেন ১৮৯০ সালে তার প্রকাশিত গ্রন্থ 'গ্যারিবল্ডির জীবন বৃত্ত যা পরবর্তী কালে ভারতীয় গুপ্ত সমিতিতে বিপ্লবের বাইবেল হয়ে উঠেছিল। ইটালির ঐক্য আন্দোলনে গুপ্ত সমিতির যে প্রত্যক্ষ রাজনীতি শুরু হয় কার্বনারি সমিতির হাত ধরে। এই সমিতির কার্যকলাপে উদ্দীপ্ত হয়ে তৎকালীন যুবক সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলায় অনেক জায়গায় গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা ও কার্যকলাপের চিন্তা শুরু হয়। এই একই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র তার 'memories of my life and Times' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

> "...The new inspiration imparted to young Bengal by surendranath"s presentation of the life of the of Mazzini and the Italian freedom led many of us to form secret organisation. Calcutta student community was at that time almost honeycomb with these Organisation."[৪]

যদিও বিপিনচন্দ্রের এই ধারণা সঠিক ছিলনা কারণ ছাত্ররা দলে দলে যে গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলেছিল তার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না তবে কার্বনারি সমিতির একটা বড় প্রভাব পড়েছিল বিপ্লবীদের মধ্যে এবং এই সমিতির মতো তৎকালীন গুপ্ত সমিতির মধ্যে যে বিষয়ের উপর মিল ছিল - সেগুলি হল গোপন মন্ত্রভুক্ত ও সাংকেতিক প্রথা ব্যবহার। এছাড়া বুয়ার যুদ্ধে ইংরেজদের ব্যর্থতা ও তৎকালীন মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লব আরো বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গুপ্ত সমিতির সূচনা ও অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা : ভারতের গুপ্ত সমিতির রাজনৈতিক রূপ নেয় অরবিন্দের হাত ধরে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্দীপ্ত অরবিন্দ বিপ্লবী চেতনার সূচনা হয়েছিল প্রবাসে থাকাকালীন। সেখানে 'Lotus and dagger society' অর্থাৎ 'পদ্ম আর ছোড়া' সমিতি তে তিনি যোগদান করেছেন। তবে এই যোগদান এর বিপরীত সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই প্রসঙ্গে প্রফেসর গৌতম নিয়োগী বলেছেন তিনি যেখানে একদিন যোগ দিয়েছিলেন।[৫] এটা অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবন স্মৃতিতে বর্ণিত স্বাদেশিকতা সভার মত। নামকরণ হয়নি ও সময়কাল নির্দিষ্ট ছিল না। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর উৎসাহে ও রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে ঠনঠনের এক পোরো বাড়িতে তাদের একটা গুপ্ত সভা গড়ে উঠেছিল'। পরবর্তীকালে পরবর্তীকালে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার জীবন স্মৃতিকে সঞ্জীবনী সভা নামে এক গুপ্ত সমিতির কথা উল্লেখ করা আছে যার অধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু এবং কিশোর নবগোপাল মিত্র।[৬] তার সভ্য ছিলেন। এই সভাকে পরবর্তী কালে 'হাঞ্চুপামুহাফ' নাম করন করা হয়েছিল।[৭] বাংলার আরেকটি সমিতির জন্ম নিয়েছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর হাত ধরে সেটা হল সমদর্শী সভা।[৮] যদিও এই সভা অনেকটাই স্বদেশপ্রেম ভাব ধারায় অনুপ্রাণিত হলেও মূলত সমাজ সংস্কার সংস্কার যুক্ত থাকাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। বাংলার গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে বিপ্লবী আন্দোলনের অঙ্কুরোদগম হয় বিভিন্ন আখড়ার মাধ্যমে পরবর্তীকালে এঙ্গ আখড়াগুলি অধিকাংশই সিক্রেট সোসাইটি বা গুপ্ত সমিতির রূপে রূপদান করে। সেই রকম ভাবে আত্মন্নতি সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৯৭ সালে একটি ব্যায়ামগারে। ঠিকানা ছিল ওয়েলিংটন স্কয়ারে (বর্তমানে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার এ)। প্রতিষ্ঠার কান্ডারী ছিল রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, অনুকূল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। আত্মনতি সমিতি পরে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে মিশে যায়।[৯] ১৮৯৭ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে অনেক গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল- যেমন মেদিনীপুর গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু যিনি ছিলেন রাজনারায়ণ বসুর ভাইপো। 'বঙ্গীয় বৈপ্লব সমিতি" যেটি যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া গোন্দলপাড়া বান্ধব সমিতি, রংপুরের সমিতি, ব্রতী সমিতি প্রভৃতি। যোগী জীবন ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু মিলে গড়ে তোলেন বসন্ত মালতি নামে আখতার যেখানে লাঠি খেলা শেখাতে আব্দুল রহমান নামে এক ওস্তাদ ক্ষুদিরাম ওই সমিতির মধ্যে যুক্ত ছিলেন।[১০] এই সময় বাংলার মধ্যে যে কয়েকটি গুপ্ত সমিতি জোর গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমিতি হয়ে উঠেছিল অনুশীলন ও যুগান্তর। 1902 সালে দোল পূর্ণিমার দিন বা 10 ই চৈত্র 1308 সাল সোমবার ইংরেজি 24 শে মার্চ অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়।[১১] হেদুয়ার নিকটবর্তী ২১ নম্বর মদন মিত্র লেনে এর ব্যায়াম কেন্দ্র এবং তারই সন্নিকটে এই ছোট বাড়িতে ওহার কার্যালয় ছিল। পরে ১৯০৫ সালে ওই অফিস ৪৯ কর্নওয়াল স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়।[১২] সংক্ষেপে সকলে একে ফরটি নাইন বলিত। যাহা ছিল সামিতির সহজ সংকেত। এই অনুশীলন সমিতির প্রকৃত প্রতিষ্ঠা নিয়ে অনেক মতান্তর আছে কেউ উল্লেখ করেন সতীশচন্দ্র বসু কেউ বলেন প্রমথ নাথ মিত্র এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। সরকারি নথিতে পি মিত্রের কথা উল্লেখ করা আছে। অন্যদিকে ডঃ ভূপেনদত্ত তার ভারতের দ্বিতীয় সংগ্রাম গ্রন্থে তিনি সতীশ চন্দ্র বসুকে অনুষ্ঠান সমিতির প্রতিষ্ঠাটা বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩] বিভিন্ন নথিপত্র থেকে জানা যায় নিউ ইন্ডিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই সমিতির নামকরণ করেন ভারতীয় অনুশীলন সমিতি।[১৪] পরে পি মিত্র মহাশয় এটি সংক্ষেপে অনুশীলন সমিতির নামকরণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এর আনন্দমঠ উপন্যাসে সন্তান দলের ভূমিকাকে নিয়ে গড়ে ওঠা, বীরাষ্টমী ব্রতের প্রচলনকারী রবীন্দ্রনাথের ভাইজির সরলা দেবী চৌধুরানী ও ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের ১৮৯৭ সালের গড়া আখড়াই আসলে কিন্তু অনুশীলন সমিতির প্রকৃত বীজ ভূমি হয়ে উঠেছিল। সোদপুরের শশী বাবু ও সতীশ বসু, ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী চিঠি নিয়ে প্রমথনাথের কাছে বিপ্লব সমিতি গঠনের প্রস্তাব নিয়ে যখন যায় প্রমথনাথ তাকে মহা আনন্দে আলিঙ্গন করে।[১৫] অনুপ্রাণিত পি. মিত্র তার বিপ্লব সত্তাকে কাজে লাগানোর এক সুযোগ পায়। অন্যদিকে অরবিন্দের নির্দেশে যতীন্দ্রনাথ এর আরেক দল প্রথম মিত্রের দলের সঙ্গে মিলেমিশে তৈরি হলো এক অনুশীলন সমিতির ইতিহাস। আখড়া থেকে পরিবর্তিত হয়ে উঠল গুপ্ত সমিতি। তার আগে সেরকম ভাবে কোন গুপ্ত সমিতি এঙ্গ রূপ ভাবে রাজনৈতিক রূপ পায়নি বলতে পারা যায়। অনুশীলন সমিতির প্রথম সভাপতি হলেন প্রমথনাথ মিত্র সহ-সভাপতি হলেন চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দ ঘোষ। কোষাধক্ষ্য সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর।[১৬] যদিও এই গুপ্ত সমিতির কাজ পরিপূর্ণভাবে বঙ্গভঙ্গের পর সূচনা হয়েছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দা ডেপুটি জেনারেল অফ পুলিশ F. C Dally তার রিপোর্টে ইহা উল্লেখ করেছেন যে - the revolutionary movement in Bengal was walked up on the top of what was known as the anti-partition

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

agitation যদিও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে - the former was started before the partition took place and his persisted since it was reverse but so long as the partition remained in force the two were closely interlink.[১৭] তৎকালীন পুলিশ কমিশনার Charles Tegart তাঁর রিপোর্ট এ উল্লেখ করেন যে - Terrorism has taken in Bengal but it started on the other side of India it due it's inspiration from Bal Gangadhar Tilak who first inculcated the idea through his paper (The Keshari)। দিকে দিকে অনুশীলন সমিতির প্রসার ঘটতে থাকে। বিভিন্ন জেলায় জেলায় অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপিত হয় সেই ভাবে পূর্ববঙ্গে পুলিনবিহারী দাসের হাত ধরে ঢাকাতে ১৯০৭ সালে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়।

প্রতিজ্ঞা পত্র-অনুশীলন সমিতির দুটো দিক ছিল এক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, যা ১৯০৮ সাল পর্যন্ত এটা বিরাজমান ছিল ।অনুষ্ঠান সমিতির সদস্য হতে গেলে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হত। এ প্রতিজ্ঞাগুলো ছিল স্তরবিত্তিক - আদ্য, অন্ত, প্রথম বিশেষ, দ্বিতীয় বিশেষ। আদ্য প্রতীক্ষা শুধুমাত্র প্রকাশ্য সমিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আদ্য প্রতিজ্ঞা থেকে যারা উপযুক্ত মনে হতো তাদেরকে দ্বিতীয় ভাগে নথিভুক্ত করা হত।

আদ্য প্রতিজ্ঞা :

১. আমি কখনও সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না।
২. আমি সর্বদা সমিতির নিয়ম মানিয়া চলিব।
৩. আমি বিনাবাক্যে কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করিব।
৪. আমি পরিচালকের নিকট হইতে কোনও কিছু গোপন করিব না এবং সত্য ছাড়া আর কিছু বলিব না।

অন্ত্য প্রতিজ্ঞা :

১. আমি সমিতির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনও তথ্য অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না।
২. আমি পরিচালককে না জানাইয়া অন্যত্র যাতায়াত করিব না। সমিতির বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইলে তাঁহাকে জানাইব।
৩. আমি যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন পরিচালকের আদেশ অনুযায়ী তৎক্ষনাৎ ফিরিয়া আসিব।
৪. আমি উপরোক্তরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এই সমিতি হইতে যাহা কিছু শিক্ষা লাভ করিব তাহা অনুরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সভ্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও শিখাইব না।

প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা - ও বন্দেমাতরম্। ভগবান্ ৰাতা পিতা দীক্ষাগুরু পরিচালক এবং সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছি যে, এই সমিতির উদ্দেশ্য যতদিন পূর্ণ না হইবে ততদিন আমি ইহার সম্পর্ক ত্যাগ করিব না। আমি পিতা মাতা ভাই ভগ্নীর স্নেহ ও সংসারের মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইব না। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে পরিচালকের অধীনে সমিতির সকল নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব। আমি সকল প্রকার মানসিক চঞ্চলতা ও দ্বিধা পরিহার করিয়া অবিচল দৃঢ়তার সহিত সকল কর্তব্য সম্পাদন করিব। যদি এ প্রতিজ্ঞা পালনে অপারগ হই তবে যেন ব্রাহ্মণ, পিতামাতা এবং সকল দেশের শ্রেষ্ঠ দেশভক্তদের অভিশাপ আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলে।

দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা - ওঁ বন্দেমাতম্। ভগবান অগ্নি মাতা দীক্ষা - গুরু ও পরিচালককে সাক্ষী করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সমিতির উন্নতির জন্য আমি আমার জীবন ও সর্বস্ব পণ করেন। সংগঠনের সকল কর্তব্য পালন করিব। আমি সংগঠনের সকল নির্দেশ পালন কারব এবং যাহারা আমার সংগঠনের ক্ষতি সাধন করিবে আমার সকল শাক্ত দিয়া তাহাদের উপর আঘাত হানিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি আমার সমিতির কোন গোপন বিষয় আমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের বলিব না অথবা সেই সম্পর্কে অনাবশ্যক ভাবে সমিতির কোন সভ্যের নিকট জানিতে চাহিব না। যদি আমি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অপারগ হই অথবা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করি তবে যেন ব্রাহ্মণ, পিতামাতা এবং সকল দেশের শ্রেষ্ঠ দেশভক্তদের অভিশাপ আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলে।[১৮]

অনুষ্ঠান সমিতির বিপ্লব প্রয়াস : অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী কার্যকলাপের নেতৃত্ব দিক থেকে কতগুলো পর্যায়ে বিভক্ত ছিল যথা- ১. ১৯০২ থেকে ১৯১০ প্রমথনাথ মিত্র ও পরে অরবিন্দ, ২. ১৯১১ থেকে ১৯১৯ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও রাসবিহারী, ৩. ১৯২০ থেকে ১৯২৩ কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদুর্ভাব কোন সুগঠিত নেতা ছিলেন না বলতে পারে যে রাসবিহারী বসু অনেকটাই নেতৃত্ব দিয়েছেন, ৪. ১৯২৪-১৯৩৪ চতুর্থ স্তরে ভগৎ সিং, মাস্টারদা সূর্যসেন ও যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ৫. ১৯৩৪ -১৯৪৭ সর্বশেষ সুভাষচন্দ্র বসু ও ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজ। পুলিন দাসের নেতৃত্বে ঢাকা সহরকে কেন্দ্র করে সমস্ত জিলাব্যাপী লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ও জন কল্যাণ মূলক কাজের মধ্যে দিয়ে একদল কর্মী সমিতির কাজে দীক্ষা গ্রহণ করে। এই কর্মীবৃন্দের চেষ্টায় ও আন্তরিকতায় পূর্ব বঙ্গে ও উত্তর বঙ্গের প্রতিটি জিলায় কর্ম প্রচেষ্টা বিস্তার লাভ করে এবং দলে দলে কর্মীরা গৃহত্যাগ করে সমিতির কাজে ব্রতী হন। ত্যাগ, কষ্ট সহিষ্ণুতা, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, মন্ত্র গুপ্তি, আত্মপ পরিচয়ে বিমূখতা - এই-ই ছিল কর্মীগড়ার উপাদান। নেতৃত্বের প্রতি কোন মোহ ছিল না, কোন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কোন কার্য্যক্রম স্থির হত না। প্রথম পর্যায় ছিল ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ এই সময় অনুশীলন সমিতির জাতীয় স্তরে আন্দোলন করার জন্য অর্থ এর প্রয়োজন ছিল। ও সেই অর্থ বিভিন্ন সশস্ত্র ডাকাতি করতে শুরু করেছিল। সমিতির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক ডাকাতি করার সংকল্প নেয়। ১৯০৭ সাল ২৩শে ডিসেম্বর। এইদিন এলেন হত্যা প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিপ্লবী বাংলা আত্মপ্রকাশ করল। পরবর্তী প্রয়াস কলকাতা ও ঢাকা অনুশীলন সমিতির মিলিত অভিযান। ব্রাহা ডাকাতি। ১৯০৮ সাল ২য় জুন। ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিলেন পুলিনবিহারী স্বয়ং।[১৯] তারপরে অনুশীলন সমিতির সদস্যরা অনেক রাজনৈতিক ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত ছিল যথা - গোসাইপুর উকরাশাল রাধানগর। জে ই আমসট্রং রিপোর্ট অনুসারে এই ডাকাতিগুলি থেকে সংগৃহীত হয়েছিল প্রায় ৩০ হাজার টাকা। অবশ্য সিভিশন কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে এর পরিমাণ ছিল ৫১ হাজার টাকা।[২০] এই সময়কালে সমিতির সদস্যরা মাত্র তিনটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল কলকাতার পুলিশ ইন্সপেক্টর নেপেন্দ্রনাথ ঘোষ, চট্টগ্রামের চর সত্যেন্দ্রনাথ সিং ও ঢাকার এক প্রাক্তন সদস্য ও চর উমেশচন্দ্র দে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কর্ম ধারার মধ্যে পরিবর্তন ঘটলো। এই সময় অনুশীলন সমিতির মধ্যে সমবেত নেতৃত্ব শুরু হল এবং সেই কারণেই অন্য বৈপ্লবিক দলগুলোর সঙ্গে মিলিত হল চন্দননগর দল, বেনারস দল ও হরদয়ালের দল এক সঙ্গে মিলিত হবে কাছে কার্য শুরু করল। ১৯১৫ সালে ভারতের দুইটি বড় মাপের বিপ্লব সংগঠনের প্রয়াস হয়েছিল রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে সারা ভারতব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লব এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জার্মান সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এক সশস্ত্র বিপ্লব। পরিকল্পনা ছিল ভারতের সেনাদের সাহায্যে সমগ্র ভারতে এক যুগে বিপ্লব সংঘটিত করা এবং 'স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ভারত প্রতিষ্ঠা করা'।[২১] ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে বেনারসে অনুশীলন সমিতি নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বিপ্লবের দিন স্থির করেছিলেন একুশে ফেব্রুয়ারি। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সরকার ২১ তারিখের পরিকল্পনা সম্বন্ধে জেনে যাওয়ার জন্য রাসবিহারী বিপ্লবের নতুন তারিখ স্থির করেন ১৯শে ফেব্রুয়ারি। কিন্তু এই বিপ্লব ব্যর্থ হয় সংগঠনের ব্যর্থ রাসবিহারী কলকাতার অনুশীলন সমিতি আশ্রয় গ্রহণ করেন আর এখান থেকে সমিতির সাহায্যে তিনি মে মাসে জাপানের উদ্যোগে যাত্রা করেন। এই বছরই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলার ছোট ছোট বিপ্লবী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রচুর সংখ্যক জার্মান অস্ত্র সংগ্রহ করে এক বড় মাপের বিপ্লব সংগঠনের প্রয়াস করেছিল। বুড়ি বালামের তীরে যুদ্ধে বাঘা যতীন এর মৃত্যুর পর সরকার প্রচুর দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে ফলে অনুশীলন সমিতির অনেক নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিল। তখন সমিতির তখন প্রধান নেতৃত্বে দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রকাশ চৌধুরী, প্রবোধ চন্দ্র সেন অমৃতলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি নেতারা। ১৯১৫ সালে জেলাগুলির কাজ পরিচালনার জন্য ছয়টি আঞ্চলিক সংগঠন গঠন করা হয় ঢাকা-বরিশাল, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ভাগলপুর সংযুক্ত প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ।[২২] এই সময় সমিতির কাজের একটু ভাটা পড়েছিল। এই বছরে সমিতির কর্মীরা মাত্র চারটি বড় আকারের ডাকাতি সংগঠন করেছিলেন নাট ঘর, শহর পাদুয়া, ললিতেশ্বর, এবং সাহিল দেও। যেই আমসট্রং এর হিসাব অনুসারে এই ডাকাতি গলি থেকে এক লক্ষ টাকার বেশি অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল ময়মনসিংহ জেলাশাইল দেহ ডাকাতি থেকে সংগৃহীত হয়েছিল আশি হাজার টাকা।[২৩] ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকীর কানাইলাল দত্তের জীবনাদানের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ভিত্তিক পবর্তন হয় সাম্রাজ্যবাদী পুলিশের গুলিতে নিহত তারিনীর বিরত্বব্যঞ্জক লড়াইয়ে ১৯১৮ সালের যে সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব শেষ হয় ।তৃতীয় পর্ব শুরু হয়। সাময়িকভাবে অনুশীলনের সমিতির কার্যকলাপ কিছুদিন কিছুদিন এর জন্য বিরতি নেয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে অনুশিলন সমিতি আবার জেগে ওঠে। পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলনের আকস্মিক সমাপ্তি এবং কংগ্রেসের প্রথম সারিদের নেতাদের গ্রেফতারের ফলে ১৯২২ সাল থেকে প্রথম দিকে জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। নরেন দাস উল্লেখ করেছেন যে অসহযোগ আন্দোলনের পর অনুশীলন সমিতির অস্তিত্ব ছিল অত্যন্ত অসন্তিদায়ক।[২৪] কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন- প্রকাশ্যভাবে তো অনুশীলন নেই। Informally রইল। গোপন কথাটা প্রকাশ্য তার মানে কোথাও নেই। অস্তিত্ব হয় একান্ত গোপন নতুবা প্রকাশ্যে থাকবে প্রকাশনায় গোপনা নয় এ অবস্থা খুব অনুভব হয় গোপন দলের রোমান্স নেই আবার প্রকাশ নেই। ১৯২৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে অনুশীলন সমিতি সহ সকল বিপ্লবী দলের নেতৃস্থানীয়দের কারাগারে আটক করল। কারাগারে নেতারা বন্দী হলেও অনুশীলনের কর্মিবৃন্দ হতাশ হয়ে পড়েনি। তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি চালিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবণী মূখার্জি ও নলিনী গুপ্তের সহযোগীতায় কিছু বিপ্লবী কর্মিকে রাশিয়ায় পাঠাবার এক গোপন কর্মসূচী গ্রহণ করেন।[২৫] অর্থের প্রয়োজন মেটাতে তাঁরা নোট জালের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারী মুদ্রা ব্যবস্থার ওপরও আঘাত হানা যাবে। এই উভয় ব্যবস্থাই অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু চূড়ান্ত আঘাত দেওয়ার মত অবস্থায় পৌঁছোবার আগেই এই পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। পরবর্তি কালে অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শচীন্দ্র সান্যাল নগেন্দ্র সেন নলিন দত্ত ও চারু বিকাশ দত্ত। ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল সন্ত্রাসমূলক কার্যাবলীর সমর্থনে জন্য দেশবাসীর প্রতি নিবেদন ও দি রিভলিউশনারী দুটি প্রচার পত্র প্রকাশ করেছিলেন।[২৬] দ্বিতীয় প্রচার পত্রে সংগঠিত সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সংযুক্ত ভারতীয় প্রজাতন্ত্র গঠনের লক্ষ্য প্রচার করা হয়েছিল।শচীন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হওয়ার পর মোটামুটি ভাবে তৃতীয় পর্যায়ে শেষ হয় চতুর্থ পর্যায়ের শুরু হয় এবং সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা বিশাল পরিবর্তন সূচনা হয়। ১৯২৮ সনে বিপ্লবী দল গুলির সমস্ত কর্মীই মুক্তিলাভ করে। ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজন চলছে। সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে সকল বিপ্লবী দল একসঙ্গে কাজ শুরু করেন এবং সামরিক কায়দায় সংগঠন গঠনের জন্য প্রস্তুত হয়।[২৭] কিন্তু সকল বিপ্লবী দলের তরুণ কর্মীবৃন্দ দলের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সমস্ত দলের কর্মীবৃন্দ মিলিত- ভাবে এবং ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অনুশীলনের কোন কোন কর্মী দলের নেতাদের তাঁদের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেন। অধিকাংশ কর্মী নেতাদের কিছু না জানিয়েই নেতাদের অজ্ঞাতে এই পরিকল্পনায় সামিল হয়। মেছুয়াবাজার বোমা ষড়যন্ত্রের মামলার বিবরণীতে এই পরিকল্পনার কতক আভাস পাওয়া যায়। অনুশীলনের কর্মীবৃন্দ সকল দলের কর্মীদেরই বোমা তৈরীর ফরমূলা ও বোমার সেল দিয়ে সাহায্য করেছে। সকল বিপ্লবী ছু দলের কর্মীদের সঙ্গে এবং অনুশীলনের বিভিন্ন জিলার তরুণ দলের কর্মীদের সঙ্গে এক নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন, করেছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক লোকনাথ বলকে চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা, কুমিল্লা থেকে ঢাকা জিলার নরসিংদী গ্রাম থেকে উত্তর পাড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা এই যোগসূত্র থাকার ফলেই সম্ভব হয়েছিল। এই সময় ইংরাজ রাজশক্তির নির্মম আঘাতের দরুণ সকল দণ্ডের যৌথ প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। অনুশীলনের কর্মীবৃন্দও দলে দলে বন্দী হয়ে জেলে চলে যান। জেল খানায় অনুশীলনের কর্মীবৃন্দ ও নেতৃবৃন্দ নতুন পর্যায়ে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা শুরু করার জন্য মিলিত কর্ম পন্থ। গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য বক্সা ক্যাম্প থেকে মিলিটারী প্রহরীর বেষ্টনী ভেদ করে দূরতিক্রম্য বন জঙ্গল অতিক্রম করে কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী ও জীতেন গুপ্ত বাইরের কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং সম্মিলিত উদ্যমে কাজ শুরু করে। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র ও টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণে এই কর্ম- প্রচেষ্টার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সূর্যসেন ধরা পড়ে যাবার পর অনুশীলন সমিতির চতুর্থ পর্যায়ে শেষ হয়। পঞ্চম পর্যায়ের ব্যাটন হাতে পড়ে সুভাষচন্দ্র বসু ও ত্রৈলোকনাথ মহারাজের হাতে অনুষ্ঠান সমিতির মধ্যে তখন প্রতিষ্ঠা হয় সমাজতন্ত্রের ধারণা। শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে আদর্শ করে নরেন দাস অতীনন্দায় জ্ঞান মজুমদার অমূল্য অধিকারী মহিলা চৌধুরী এক আদর্শ নীতির রূপরেখা প্রস্তুত করেন। পরবর্তীকাল অনুশীলন সমিতির মধ্যে কর্মীবৃন্দ বিভিন্ন দলে যোগদান করেন।

দ্বন্দ্ব বিরোধ : তৎকালীন দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিত বিচারেও বলা যায় বিপ্লবী গোষ্ঠী ও বিপ্লবীরা নেহাতই আবেগ ও ব্যাক্তি প্রবণতার বশবর্তী হয়ে দল - উপদল পরিচালনা করতেন। সে রকমই ভাবে অনুশীলন সমিতির প্রাক লগ্ন থেকেই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ বর্তমান ছিল। নেতৃত্বের ব্যাটন কার হাতে থাকবে তা নিয়েই বারিন্দ্র ও যতীন্দ্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। এই বিরোধের জন্য অনুশীলন সমিতির কার্যালাপ কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। আসলে বিপ্লবী কর্মী ও নেতা তৎকালীন সমাজের সংস্কার বদ্ধ বিধি আচরণ, সামাজিক - পারিবারিক কাঠামোর স্বৈরাতান্ত্রিক প্রবণতা অতিক্রম করে পরিবর্তনকামী মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শের দিশা দিতে পারেননি। নারীঘটিত মিথ্যা অভিযোগে যতীন্দ্রনাথ অনুশীলন সমিতি থেকে সরে আসে ও নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। আদর্শ-কৌশলগত প্রশ্নে বিরোধের সূত্রপাত ডাকাতীর প্রশ্নে। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর ভাষ্য অনুসারে ‘ডাকাতী প্রগ্রাম নেওয়া হয় নরেন গোঁসাই-এর খুনের পর (১৯০৮), কারণ বড়লোক অর্থ সাহায্য দিতে ভয় পাবে (পৃ: ১৯, পাক ভারত জেলে ত্রিশ বছর)।[২৮] অনুশীলনে মতদ্বৈতের শুরু মাখন সেনের ডাকাতী- বিরোধী মত প্রকাশে, পরে (১৯১০) মাখন সেনের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ নির্দেশিত পথে আত্মগঠন এবং নরেন সেন-প্রতুল গাঙ্গুলীদের আগে কর্ম দিয়ে চিত্তশুদ্ধি, এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধ হয়। কিন্তু বিপ্লবপন্থা সম্পর্কে মাখন সেনের ধন্দ শুরু হয় ডাকাতীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় থেকেই। মাখন সেন ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ কার্যকলাপ থেকে সরে যাওয়ার আগেই নরেন সেন নেতৃত্ব পদে আসীন হন।[২৯] গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে পুলিন বাবুর নেতৃত্বে ঢাকা অনুশীলন সমিতির মধ্যে বিরোধ এর সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস বিরোধী গোষ্ঠীরা পুলিন বাবুর দিকে আকৃষ্ট হন। কংগ্রেস সরাসরি অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্থ মত সৃষ্টি হয়।সেই সময় পুলিনবাবু ভারত সেবক সংঘ নামে আলাদা দল গঠন করে। এই ভাবে দলের মধ্যে অনেকগুলো উপদল সৃষ্টি হয়। যেমন রিভল্ট পার্টি, নিউ ভায়োলেন্স পার্টি প্রভৃতি। গুপ্ত সমিতির রাজনীতিতে দলাদলির বিন্যাস বার বার দেখা দিয়েছে। যেমন বিশের দশকে অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীরা ছিলেন J.M Sengupta এর দল আর কিরণ শঙ্কর রায়, নলিনী সরকার, যুগান্তরের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিলেন সুভাষ বসুর সমর্থক।

উপসংহার : ১৯৩০ এর পর থেকে অনুশীলন সমিতির মধ্যে বিপ্লবীদের একটা মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন শুরু হয়। সশস্ত্র বিপ্লববাদ যে গুপ্ত সমিতির মূল মন্ত্র ছিল সেখান থেকে তারা সরে এসে গণআন্দোলনের উপর আস্থা রাখতে শুরু করে। 1935 সালের ভারত সরকারের আইন প্রচলন এবং 1937 সালের কর্তৃক গরিষ্ঠ সংখ্যক প্রাদেশিক সরকার করায়ত্ব করায় বিপ্লবী পরিস্থিতিতিতে নতুন এক মাত্রা সূচিত হয়। এর আগে ১৯২৫ সালের চিত্তরঞ্জন দাশ এর মৃত্যুর পর বাংলা কংগ্রেসের সেই ভাগের প্রভাব অনুশীলন সমিতির সদস্যদের উপর পড়েছিল যার ফলে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের গ্রুপগুলো দুটো ভাগে ভাগ হয়। এক সুভাষ বসুর গ্রুপএকটা ডাক্তার বিসি রায়ের গ্রুপ।[২৯] মোটামুটি বলা চলে ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে কারনের ও" দাদা তন্ত্র "অনুশীলন সমিতির মধ্যে বিভাজনের অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে। এই দুই গ্রুপের মধ্যে অনুশীলন সমিতি বোস গ্রুপকে সমর্থন করে। এই দ্বন্দ্ব বিভাজন কিভাবে জাতীয়তাবাদী ধারাকে প্রভাব ফেলেছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে এক বিতর্ক আছে। ক্যামব্রিজ ঐতিহাসিকরা ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থকে এই দ্বন্দ্বের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে এ শ্রেণিগত দ্বন্দ্বের মধ্যেই জাতীয়তাবাদের ধারণা বিকশিত হয়। তাদের মতে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আত্ম সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে ভারতীয় উচ্চ বর্গের মধ্যে দানা বাধা দ্বন্দ্বের ফল। এদিকে এই দ্বন্দ্ব ও বিভাজনের কারণ হিসেবে লয়েড ও সুসান রুডোলফ এবং জেএইচ ব্রুমফিল্ড এলিট শ্রেণীর তত্ত্বকে তুলে ধরেন।[৩০] তাদের মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তৈরি হওয়ার ফলে ভারতের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান শুরু হয় তার ফলে একশ্রেণীর মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এলিট শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই এলিট শ্রেণীরা নিজেদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রাখার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা শুরু করে। শুরু হয় দ্বন্দ্ব ও বিভাজন সেখান থেকেই জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়।এই দ্বন্দ্ব ও বিভাজনের ফলে সমিতির বিপ্লবীরা সশস্ত্র আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করে কেউ বা সাম্যবাদী কেউবা হিন্দুত্ব বাদী আদর্শকে গ্রহণ করে দল বা উপদলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তারই ফলস্বরূপ অনুশীলন সমিতি ১৯৩৭ সালে আদর্শ হিসেবে সমাজবাদ গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক David.M.Laushey এই অনুশীলন সমিতির সদস্যরা সাম্যবাদী ধারণায় পরিবর্তিত হওয়ার কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন যে অনুশীলন সমিতির মধ্যে নতুন

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 339
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সদস্যরা এই কমিউনিস্ট আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। তার প্রধান কারণ হল রাশিয়ান রাশিয়ান রেভোলিউশন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন -

> "on the other hand the inspiration of the Russian revolution the perceive success of the new Russian communist government in economic development of the country, the militant anti intelligence of Marxism and the mayor nobility of the new ideology all combined to attract mini terrorist to Marxism."[৩১]

আবার এই অনুশীলন সমিতির মধ্যে একদল যারা পুরনো পন্থীরা উগ্র জাতীয়তাবাদী গরিমাকে বহন করে, 'হিন্দুত্ববাদী আদর্শকে গ্রহণ করে পথ চলা শুরু করে।

Reference:

১. ক্ষীরোদ কুমার দত্ত অনুক্রমিকা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (পুস্তিকা) শ্রীমতি রত্না ব্যানার্জি ভারতের বিপ্লবের ইতিহাস, পৃ. ৩
২. শুভেন্দু মজুমদার অগ্নিযুগের ফাঁসি রেডিকেল ইমপ্রেসন 2017, পৃ. ২২৯
৩. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ ভূপেন্দ্রনাথ দাস জাতি যেদিন গঠনের পথে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ১৯৬০, পৃ. ৬৮ -৬৯
8. Bipin Chandra pa Memories of my life and times l modern book agency 1932, p. 247
৫. গৌতম নিয়োগী শ্রী অরবিন্দের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন পত্রলেখা ২০১৮, পৃ. ২১
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনস্মৃতি বিশ্বাভারতি চৈত্র ১৩৫২ পৃষ্ঠা ১৩৩ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় জোতীন্দ্রনাথ এর জীবনস্মৃতি শিশির পাবলিকেশন হাউস ফাল্গুন ১৩২৬, পৃ. ৬৫
৭. বারীন্দ্র কুমার ঘোষ বোমার কথা ২২ শে পৌষ ১৩২৮ বিজলি পত্রিকা
৮. বিপিনচন্দ্র পাল নবযুগের বাংলা যুগযাত্রী প্রকাশক ১৩৬২ পৃষ্ঠা ১২০ সত্তর বৎসর পৃ. ২২২
৯. আত্মনতি সমিতির গোড়ার কথা সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাপ্তাহিক বসুমতি 17 নভেম্বর 1964,
১০. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়অগ্নিযুগের বাংলা প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ২০১১, পৃ. 80
১১. জীবনতলা হালদার অনুশীলন সমিতির ইতিহাস শ্রী শিলেন্দু মুখোপাধ্যায় 1977, পৃ. 4
১২. তদৈব, পৃ. ৫
১৩. অনুশীলন সমিতির উৎস বিষয়ের সতীশ চন্দ্র বসুর বিবৃতিডক্টর ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত ভারতের দ্বিতীয় সংগ্রাম নবভারত পাবলিকেশন কলকাতা ১৯৮৩, পৃ. 179 -181
১8. জীবনতারা হালদার প্রাগুক্ত, পৃ. 4
১৫. ঈশিতা চট্টোপাধ্যায় অনুশীলন সমিতির ইতিহাস, সমিতির ইতিহাস সম্পাদনা অমলেন্দু দে অনুষ্ঠান সমিতির শতবর্ষ উদযাপন কমিটি 2002 দেশ পাবলিকেশন কলকাতা, পৃ. ৯৬
১৬. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
১৭. FC Daly's report terrorism in Bengal compiled and edited by Amyio Kumar samanta first part
১৮. File No: 145/13, Sl No- 12/13, Vows of the Dacca Anushilan Samiti
১৯. Je Armstrong and account of the revolutionary organisation in eastern Bengal with special reference to the Dhaka Muslim samiti part 3 volume 2 88
২০. ক্ষীরোদ কুমার দত্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি সমিতি ১৯৭৭ পৃ.৫৬
২১. আনন্দ ভট্টাচার্য এবং পার্থ শঙ্খ মজুমদার অনুশীলন সমিতি (১৯ ১8 - ১৯৩8), অনুষ্ঠান সমিতির ইতিহাস সম্পাদনা অমলেন্দু দে অনুষ্ঠান সমিতি পৃষ্ঠা ২২৮

২২. তদৈব ২০১

২৩. Amstrong 487-488

২৪. নরেন দাস বিপ্লবের জিজ্ঞাসা প্রকাশক তপন মুখোপাধ্যায় ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ কলকাতা পৃ. ৫৯

২৫. আনন্দ ভট্টাচার্য এবং পার্থ শঙ্খ মজুমদার অনুশীলন সমিতি (১৯ ১৪ - ১৯৩৪), অনুশীলন সমিতির ইতিহাস সম্পাদনা অমলেন্দু দে অনুশীলন সমিতি দেজ পাবলিকেশন ২০০২, পৃ. ২২৫

২৬. Activities of revolutionaries in Bengal form the first September 1924 to the 31st March 1925 Amiyo Kumar Samanta 1st part p. 367-368

২৭. চন্দ্র মাইতি অনুষ্ঠান সমিতি ও সুভাষচন্দ্র বসু রাগ প্রাগুক্ত পৃ. ৫১৫

২৮. জেলে ৩০ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী রেডিক্যাল ইম্প্রেশন পৃষ্ঠা ২২

২৯. বাঙালি জীবনে দলাদলি সজল বসু বুক পোস্ট পাবলিকেশন পৃ.৭৪

৩০. J H Broomfield Elite conflict in a plural society Jadavpur University press 2018

৩১. David M laushey Bengal terrorism and the The Marxist left aspects of regional nationalism in India 1905 - 1942 KL farma preface vi